সংবাদ

তারিখ 24 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

# কারিগরি শিক্ষার্থীদের আর্তনাদ

মোহাম্মদ আবু নোমান

রিকশাচালকও তার যাত্রীকে বলবে- ভাই আমিও অমুক পলিটেকনিকের ছাত্র ছিলাম! ওই ক্যাম্পাসের কত স্মৃতি! তোমাদের ওই স্যার/ম্যাম কি এখনও আছে? নাকি রিটায়ার্ডমেনন্টে গেছে...? পলিটেকনিক কি বেকার তৈরির কারখানা? দেশের কারিগরি শিক্ষা সমাপ্তকারীরা বেকার থেকে বলছেন, এর চেয়ে জুতোর মুচিগিরি শেখাও ভালো ছিল। কেউ বলছেন, এসব কারিগরি শিক্ষার ডিগ্রি না নিয়ে ছাতির মিস্ত্রি হলেও এক-আধ বেলা খাবার জুটতো। এছাড়াও কারো কারো অভিমত, রাজজোগালী হলেও একটা উপায় হতো। এভাবেই বেকারত্বের কাঠগড়ায় থমকে যাবে পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থা?

গতানুগতিক শিক্ষা থেকে অনেক আগেই উন্নত দেশগুলো বেরিয়ে গেছে। তারা কারিগরি শিক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্বের যত উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে তারা কিন্তু এই কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব ও এর উপর ভিত্তি করেই উন্নত ও উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেছে। আর আমাদের দেশের কারিগরি শিক্ষা সমাপ্তকারী বেকারদের আর্তনাদ শুনলে যে কারো বুক ফেঁটে যাবে।

দেশে স্বল্পসংখ্যক সরকারি, বেসরকারি পলিটেকনিক ছাড়া বেশিরভাগেই মানের ঘাটতি রয়েছে। রয়েছে ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব। হাতে কলমে আর যন্ত্রের মাধ্যমে দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকাসহ সরাসরি ব্যবহারিক কাজে অংশগ্রহণের সুবিধা নেই। কারিগরি শিক্ষায় সব স্তরে আরও ব্যবহারিক বাস্তব জ্ঞান শিখনের ব্যবস্থা করা জরুরি। গ্রামের কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ল্যাবের ব্যবস্থা একেবারেই অপ্রতুল। উচ্চ কারিগরি জনশক্তি তৈরি ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্মিলিতভাবে এই খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতা সরকারকেই করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মান উন্নয়ন, ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর লিংকেজ তৈরিসহ হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও ব্যবহারিকে সুযোগ দেয়া।

উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা কারিগরি শিক্ষায় যাচ্ছে না। এখনও কারিগরি শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। সামাজিকভাবে এ পড়াশোনাকে মূল্যায়ন করা হয় না বলেই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে আসতে চায় না। গবেষকরা বলেছেন, কারিগরি শিক্ষার প্রতি সমাজের অনেকেরই এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব আছে। সামাজিকভাবে ধরে নেয়া হয় যারা পড়াশোনায় ভালো নয় তারা টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশনে আসবে। কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক মনোভাব বদলালে আরও অনেকে কারিগরিতে আসতে উৎসাহিত হবে।

এখনকার ছেলেদের লক্ষ্য বাংলা, ইংরেজি শিখবো, প্রশাসনে চাকরি নিব। অথচ চাকরির বাজারে এই শিক্ষা ও সনদের কতটুকু চাহিদা তার পরিসংখ্যান রাষ্ট্রীয়ভাবেও দেশে নেই। আমাদের কতজন শিক্ষিত হচ্ছে আর কতজন চাকরি পাচ্ছে তা জানা দরকার। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বাজার চাহিদার আলোকে নয়। যার ফলে কিছু সেক্টর তৈরি হচ্ছে লাখ-লাখ শিক্ষিত বেকার ও কিছু সেক্টর দক্ষ জনবলের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন, নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশি জনবলের ওপর।

আমাদের শিল্প-কারখানা, গার্মেন্ট সেক্টর থেকে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার বাইরের এক্সপার্টদের দিয়ে দিতে হয়। এখানে যদি আমাদের দেশের লোক কাজ করতে পারত তাহলে দেশের টাকা দেশেই রাখা সম্ভব হতো। তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হল্যান্ডের একটি যন্ত্র যা আমাদের ক্রয়ে করতে লাগে ৬ থেকে ৮ কোটি টাকা। অথচ মাত্র ৪০ লাখ টাকায় পলিটেকনিক পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা তা তৈরি করেছে। যা একই পাওয়ারের, দক্ষতাসম্পন্ন ও একই কাজে ব্যবহার করতে পারছি।

দেশে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার বর্তমানে মাত্র ১৩.৬ শতাংশ। অথচ উন্নত দেশে এই হার ৩০ থেকে প্রায় ৭৫ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষায় ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে ১৪৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৪তম। আমরা মধ্যম আয়ের দেশ, উন্নত দেশ ও ডিজিটাল ডিজিটাল বলে গলা ফাটাই। অথচ একটি সেলাইয়ের সুই, ব্লেড, চাকু থেকে সবরকম খেলনা ও প্রশাধনী ক্রয়ে আমরা বিদেশের ওপর নির্ভরশীল।

অর্থনীতির সঙ্গে যদি শিক্ষার সমন্বয় না থাকে তাহলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইলেক্ট্রনিকস ব্যবসা বলতে আমরা ভারত, চীন, কোরিয়া ও মালয়েশিয়াকেই বুঝি। আমাদের সব বাজারও ওদের দখলে। কারণ তারা তত্ত্বগত শিক্ষার চেয়ে ব্যবহারিক ও তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষার ক্ষেত্রকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

বর্তমান যুগে শিক্ষা হতে হবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা। যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সেই শিক্ষা কাজে আসবে না। বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক কর্মক্ষম জনশক্তিকে বাজারের চাহিদার আলোকে শিক্ষায় শিক্ষিত করা, ভাষাগত দক্ষতা এবং কারিগরি দক্ষতা দ্বারা যদি একটি দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়, তবেই বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর করা সম্ভব।

কারিগরি শিক্ষার প্রসারে সাধারণ স্কুলে কারিগরি শাখা যুক্তের সঙ্গে প্রতিটি স্কুলে অন্তত একটি করে ট্রেড চালু করে এ কার্যক্রম শুরু করা দরকার। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলায় জেলায় টেক্সটাইল ও টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া কেউ যদি মাধ্যমিকের পর পড়ালেখা নাও করতে পারে তাহলেও তার দক্ষতা অনুযায়ী শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ। বর্তমানে তা প্রায় ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে একে ২০ শতাংশ, ২০৩০-এ ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, কারিগরি ডিপ্লোমাধারী লাখ-লাখ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার কোন সুযোগই নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্বপ্নের ডিগ্রি হলো বিএসসি ডিগ্রি যা অর্জন যেন সোনার হরিণ। এর জন্য রয়েছে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান ডুয়েট। যেখানে সব ডিপার্টমেন্টের জন্য রয়েছে মাত্র ৫৪০টি আসন। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় ডিপ্লোমাধারীদের জন্য বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করা কতটা কঠিন। যারা দেশকে ডিজিটাল করবে, তাদেরই পড়ার জায়গা নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, কিংবা দরিদ্র কৃষকের সন্তান ভর্তি হয় পলিটেকনিকে। যাদের সন্তানকে কোনক্রমেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো সম্ভব নয়। এ জন্য ডিপ্লোমাধারীদের জন্য ডুয়েটের মতো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এখনই জরুরি নয়?